ম্যাক্স ওয়েবারের মতে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরণের কিছু নিম্নরূপ:

ওয়েবারের সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রকারের পরিণতিগুলির একটি তদন্ত এবং এই ধরণের কর্ম কীভাবে সংঘাতে আসে এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য উত্তেজনা তৈরি করে তার একটি অধ্যয়ন। ওয়েবার উল্লেখ করেছেন যে অনেক ঐতিহ্যবাহী সমাজে ব্যক্তিরা অত্যন্ত রুটিনাইজড জীবনযাপন করে যেখানে প্রতিদিনের অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত নিজেদের মধ্যে শেষ হিসাবে দেখা হয়।

এই ধরনের ক্রিয়া আধুনিক ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপের থেকে একেবারেই আলাদা যাদেরকে অনেকগুলি অত্যন্ত নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় যার জন্য তাদের ক্রমাগত উপলব্ধি এবং আনুগত্য পরিবর্তন করতে হয়। আধুনিক ব্যক্তির জন্য কর্মের চূড়ান্ত পরিণতিগুলি প্রায়শই নির্দিষ্ট নিয়ম এবং নিয়মগুলি থেকে দূরে সরে যায় যা দৈনন্দিন আচরণকে নির্দেশ করে। সামাজিক কর্মের প্রকারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলিকে স্পষ্ট করার জন্য এবং যৌক্তিক এবং অ-যৌক্তিক কর্মের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য, ওয়েবার নিম্নলিখিত টাইপোলজি তৈরি করেছিলেন:

বিজ্ঞাপন:

ওয়েবারের সমাজবিজ্ঞানে চারটি প্রধান ধরনের সামাজিক কর্মকে আলাদা করা হয়েছে। পুরুষরা উদ্দেশ্যমূলক বা লক্ষ্য ভিত্তিক যৌক্তিক কর্মে নিযুক্ত হতে পারে (zweckrational); তাদের যৌক্তিক ক্রিয়া হতে পারে মান-ভিত্তিক (ওয়ার্ট্রেশনাল); তারা সংবেদনশীল বা আবেগপূর্ণ প্রেরণা থেকে কাজ করতে পারে, অথবা অবশেষে তারা ঐতিহ্যগত কর্মে নিযুক্ত হতে পারে।

Privacy - Te

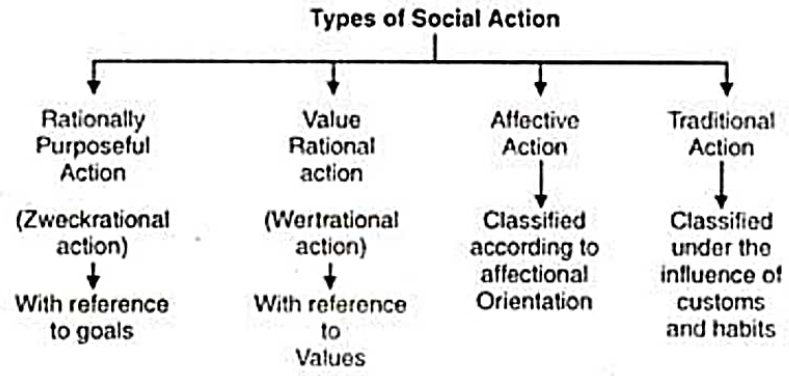

1. যুক্তিযুক্ত-উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্ম:

এই কর্ম যৌক্তিকভাবে সমীচীন হতে পারে যদি এটি যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ভিত্তি করে হয়। এই ক্রিয়াটি অর্থ এবং সমাপ্তির একটি জটিল বহুত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে। কর্মের শেষগুলি (উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য, মানগুলি) হয় অন্য প্রান্তগুলি পূরণের উপায় হিসাবে নেওয়া হয়, অথবা সেগুলিকে কংক্রিটে সেট করা হয় বলে বিবেচনা করা হয়। এইভাবে কর্ম সম্পূর্ণরূপে যন্ত্র হয়ে ওঠে।

উদাহরণ: যদি আমরা দুই ব্যক্তিকে তুলনা করি যারা এক বছরে তাদের আয় সর্বাধিক করার চেষ্টা করছে, আমরা দেখতে পারি যে একজন ব্যক্তি অন্যের চেয়ে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক বেশি কার্যকর উপায় ব্যবহার করে। তিনি তার ট্যাক্স রিটার্নে প্রতারণা করতে পারেন, দ্বিতীয় চাকরি নিতে পারেন বা সহকর্মীদের কাছে ওষুধ বিক্রি করতে পারেন। আমরা এমন ব্যক্তিদের বর্ণনা করব যারা কম অর্থ অর্জন করে এবং রাখে তার চেয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যুক্তিবাদী।

বিজ্ঞাপন:

zweck-যুক্তিমূলক কর্মের ডোমেনের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি যে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে তার তুলনা করা সম্ভব। উপরের উদাহরণে, এটা অনুমান করা হয় যে সমস্ত ব্যক্তি তাদের আয় সর্বাধিক করতে চাইবে। এই লক্ষ্যটি স্থির এবং এটি অন্যান্য লক্ষ্যগুলির একটি

Privacy - T

মাধ্যম যেমন একটি নতুন গাড়ি কেনা, কিছু পাহাড়ি স্টেশনে ছুটি কাটানো, ইউরোপীয় দেশগুলিতে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি।

ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব ব্যক্তিদের সাথে এমন আচরণ করে যেন তারা যুক্তিযুক্তভাবে উদ্দেশ্যমূলক। এই তত্ত্ব অনুসারে, ব্যক্তি সর্বদা তাদের উপযোগিতা সর্বাধিক করার চেষ্টা করবে। ওয়েবারের মতে, লক্ষ্য ভিত্তিক না হলে কর্ম অর্থবহ হতে পারে না। একটি লক্ষ্য সম্পর্কিত যৌক্তিক ক্রিয়া মোটামুটি পেরেটোর যৌক্তিক কর্মের সাথে মিলে যায়।

এটি সেই প্রকৌশলীর কাজ যিনি একটি সেতু নির্মাণ করছেন বা যে জেনারেল জয় পেতে চান। এই সমস্ত ক্ষেত্রে zweckrational ক্রিয়াটি এই সত্য দ্বারা আলাদা করা হয় যে অভিনেতা তার লক্ষ্যকে স্পষ্টভাবে কল্পনা করেন এবং এটি অর্জনের লক্ষ্যে উপায়গুলিকে একত্রিত করেন।

2. মূল্য-যৌক্তিক ক্রিয়া:

কর্ম একটি নির্দিষ্ট মান সম্পর্কিত যুক্তিসঙ্গত। এই ক্রিয়াটি ঘটে যখন ব্যক্তিরা যৌক্তিক ব্যবহার করে - এটি লক্ষ্য অর্জনের কার্যকর উপায় বা বিষয়গত অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ওয়েবারের মতে, যখন ব্যক্তিরা মূল্যবান যুক্তিবাদী হয়, তখন তারা কিছু বিষয়গত লক্ষ্যের প্রতি অঙ্গীকার করে এবং এই লক্ষ্যগুলি অর্জনে কার্যকর উপায় গ্রহণ করে।

বিজ্ঞাপন:

এখানে, উপায়গুলি তাদের দক্ষতার জন্য বেছে নেওয়া হয় তবে শেষগুলি মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন সৈনিক দেশের জন্য তার জীবন বিসর্জন দেয়। তার কর্ম সম্পদের মত নির্দিষ্ট

Privacy - T

বস্তুগত লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত হয় না। এটি সম্মান এবং দেশপ্রেমের মতো কিছু মূল্যবোধের জন্য।

দুটি মৌলিক ধরনের যৌক্তিক কর্মের মধ্যে ওয়েবারের পার্থক্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হল উপায়- শেষ যৌক্তিকতা। পরিবেশ এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে বস্তুর আচরণ হিসাবে প্রত্যাশা দ্বারা নির্ধারিত হয় যে কর্ম. এই প্রত্যাশাগুলি 'শর্ত' বা অভিনেতাদের নিজস্ব যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করা এবং গণনাকৃত শেষ অর্জনের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টি হল মূল্যবোধের যৌক্তিকতা, বা কর্ম যা সাফল্যের সম্ভাবনা থেকে স্বাধীনভাবে কিছু নৈতিক, নান্দনিক, ধর্মীয় বা অন্য ধরনের আচরণের জন্য মূল্যের প্রতি সচেতন বিশ্বাস দ্বারা নির্ধারিত হয়।

3. কার্যকরী পদক্ষেপ:

বিজ্ঞাপন:

ইফেক্টিভ অ্যাকশন ফিউজ করে মানে এবং একত্রে শেষ হয় যাতে ক্রিয়া আবেগপ্রবণ এবং আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। এই ধরনের কর্ম যৌক্তিকতার বিরোধী কারণ সংশ্লিষ্ট অভিনেতা কর্মের প্রান্ত এবং এই প্রান্তগুলি পরিবেশন করার জন্য অনুমিতভাবে বিদ্যমান উপায়গুলির মধ্যে সম্পর্কের শান্ত, অস্বস্তিকর মূল্যায়ন করতে পারে না। বরং উপায় নিজেরাই মানসিকভাবে পরিপূর্ণ হয় এবং নিজেদের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

অভিনেতার মানসিক অবস্থা থেকে এই ধরনের কর্মের ফলাফল। যদি কেউ বাসে একটি মেয়েকে উত্যক্ত করে, তাহলে সে এতটাই বিরক্ত হতে পারে যে সে আপত্তিকর ব্যক্তিকে চড় মারতে পারে। তাকে এতটা উত্তেজিত করা হয়েছে যে তিনি হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। এই উদাহরণে, ক্রিয়াটি একটি লক্ষ্য বা

Privacy - Te

একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে স্থাপিত একজন অভিনেতার মানসিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়।

4. ঐতিহ্যগত কর্ম:

প্রথাগত ক্রিয়া ঘটে যখন প্রথা এবং ঐতিহ্য দ্বারা শেষ এবং কর্মের উপায় স্থির করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু তথাকথিত আদিম সমাজে গ্রুপ নেতাদের জন্য উত্তরাধিকারের খুব কঠোর আচার রয়েছে। গতানুগতিক ক্রিয়া সম্পর্কে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে পদক্ষেপের শেষগুলি মঞ্জুর করে নেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট অভিনেতাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় কারণ তারা বিকল্প পরিণতির সম্ভাবনা বুঝতে অক্ষম।

এটি এমন একটি কর্ম যা রীতিনীতি এবং দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয় যা দ্বিতীয় প্রকৃতি বা অভ্যাস হয়ে ওঠে। প্রথাগত ভারতীয় সমাজে প্রবীণদের 'প্রণাম' বা 'নমস্কার' করা প্রায় দ্বিতীয় প্রকৃতির, যার কোনো প্ররোচনার প্রয়োজন নেই।